লোকশিল্পদর্শন

boobook

boobook

লোকশিল্পদর্শন

নবপত্র

নোকতা

প্রকাশক

কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল মার্কেট,
নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

dak@noktaarts.com

noktaarts.com

+৮৮০ ১৮৪৭ ২২৭৭৭৭

প্রথম নোকতা সংস্করণ মাঘ ১৪২৫, জানুয়ারি ২০১৯

boobook

গ্রন্থস্বত্ব

টেক্সট © সন্দীপন ভট্টাচার্য (অনুবাদ ও সম্পাদনা)

বই © নোকতা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

নোকতা গ্রাফিক্স

পরিবেশক

বাতিঘর/পাঠক সমাবেশ

* প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ইমেজটি পটুয়া নাজিরের পটচিত্র হতে গৃহীত

loko shilpodorshon, a collection of articles on folklore- edited & translated by sandipan bhattacharya. published by nokta, january 2019, dhaka, bangladesh.

পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশক

মনফকিরা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

পাঠকের মূল্য: ৳ ২৮৫ । ₹২৮৫

ISBN 978-984-93730-0-1

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশেরই কোনরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

সূচি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ● ব্রতের লিখন ● ০১

গুরুসদয় দত্ত ● পশ্চিমবাংলার মেয়েদের প্রাচীরচিত্র ● ০৩

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ● শিল্প আর দৈনন্দিনের জীবন ● ১১

যামিনী রায় ● গড়নের ভিতর দিয়ে দেখা ● ১৪

মীরা মুখোপাধ্যায় ● কারিগরের হাত ● ১৯

কমলকুমার মজুমদার ● খোকরা কামার ● ২৭

জয়নুল আবেদিন ● আমাদের শিল্পকলা ● ৩৩

নিখিল বিশ্বাস ● লোকশিল্প ● ৩৭

কামরুল হাসান ● লোকশিল্পের মর্মকথা ● ৪০

জসীমউদ্দিন ● পূর্ববঙ্গের নকশি কাঁথা ও শাড়ি ● ৪৭

ভোলানাথ ভট্টাচার্য ● অঙ্গচিত্রণ / লোকায়ত অলঙ্কার ● ৫৫

দীপক মজুমদার ● মাটি-আকাশের দুরন্ত খেলা ● ৬৫

পূর্ণচন্দ্র দাস ● যেমনি হাঁড়ি তার তেমনি শরা ● ৭৬

কণিকা সরকার ● কাঁথাসরিৎসাগর ● ৮৪

হাইনরিশ ফন ক্লাইস্ট ● হাতের পুতুল ● ৮৬

এডমন্ড লিচ ● আদিম শিল্পপ্রসঙ্গ ● ৯৬

boobook

এ সংকলনের বিষয় হতে পারত লোকশিল্পের প্রকৃতি,
হতে পারত জীবন, হতে পারত নারী,
হতে পারত গৃহস্থালির দ্রব্য বা হাতের যন্ত্র।
এমনকী পোশাক, অবশ্যই অনুষ্ঠান, পট আর পুতুল।
এই সবই আমাদের লোকশিল্প-দর্শনে আছে।

এই দর্শন শুধু তালিকা আর সমীক্ষা, ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ,
বর্গীকরণ আর সংরক্ষণে নেই। বরং তা যেতে চায় তার মর্মে,
তার দর্শনে। শিল্পের এই মর্ম বা দর্শন বা তার আত্মা—তালিকা বা
সমীক্ষা, ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ, বর্গীকরণ বা সংরক্ষণে কতটা থাকে?
এ সবের যে দরকার নেই তা নয়,
প্রাথমিক ভাবে খুবই দরকার—কিন্তু তার পর তা যেতে চায় তার
মর্মে, তার দর্শনে। সে পর্যায়ে আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে।
যাওয়ার পথে এই লেখাগুলি কাজে লাগবে।

বস্তুত শিল্পের মর্ম থাকে তার অস্তিত্বে,
তার রঙরূপলাবণ্যে, তার বস্তুত্বে। না-দেখে, না-ছুঁয়ে, না-জড়িয়ে
বা সংক্ষেপে ভালোবেসে তার সঙ্গে ঘর না-করে
তাকে পাওয়ার উপায় নেই।

এ সংকলনে লোকশিল্পের একদল আদত শিল্পপ্রেমিকের
ঐ ঘর করার অভিজ্ঞতাই আছে—তার মর্ম আছে, দর্শন আছে।

boobook

ব্রতের লিখন

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুড়ি কি বাইশ বৎসর পূর্বে ‘সাধনা’ পত্রিকায় শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সব-প্রথম বাংলার ছেলে-ভুলানো ছড়া ও মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত মেয়েলি ব্রতের সম্বন্ধে যত সন্ধান বাংলায় প্রকাশ হয়েছে, তার মধ্যে শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহাশয়ের ‘ঠানদিদির থলে বা বাঙ্গালার ব্রতকথা’খানিতেই আমাদের কুমারী-ব্রতগুলিকে, আচার অনুষ্ঠান উপকরণ প্রকরণ সব দিক দিয়েই, যথাসম্ভব অবিকল ভাবে সাধারণের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে।

আজ দুই-তিন বছর ধরে ‘বিচিত্রা সভা’র জন্য আমার ছাত্র ও বন্ধুদের সাহায্যে যতগুলি ব্রতের আলপনার নক্সা সংগ্রহ করেছি, প্রায় সকলগুলিই এই সঙ্গে প্রকাশ করা গেল। কী মণ্ডনচিত্র হিসাবে, কী স্বকীয়তা পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবনার দিক দিয়ে বাংলার মেয়েদের হাতের এই লেখা শিল্পী মাত্রেরই যে

boobook

"ALPOKA" (Bengal)

পশ্চিমবাংলার মেয়েদের প্রাচীরচিত্র

গুরুসদয় দত্ত

বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের সীমান্তপ্রদেশে রামনগর এবং সাহোড়া গ্রামে একদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম। সাহোড়া গ্রামের বাইরে থেকেই দূরে একটি আধ-ভাঙা খড়ের চালওয়ালা কুটীর নজরে পড়ল। আশেপাশে আরও অনেক বাড়িই ছিল, তার মধ্যে এই জীর্ণ-চাল কুটীরটি যে আমার নজরে পড়ল, তার কারণ, কুটীরের মাটির দেয়ালে উজ্জ্বল নীল, হলদে, সাদা ও সবুজ রঙে আঁকা দুটি পদ্মফুল;— এই দুইটি পদ্ম রেখা ও রঙের অসাধারণ সৌন্দর্যের সমাবেশের সম্পদে কুটীরটিকে এমন একটি গৌরবময় রূপ দিয়েছিল যে কুটীরটিকে লক্ষ না করে থাকা অসম্ভব ছিল। কুটীরের দরজার দুই পাশে খড়ের চালের অল্প নীচে এই দুইটি পদ্ম আঁকা ছিল। নজরে পড়েছিল আমার অনেক দূর থেকেই; কিন্তু সেই দূর থেকেই আমাকে এই পদ্ম-দুটির সৌন্দর্য যেন চুম্বক পাথরের মতো আকর্ষণ করে সেই কুটীরের দোরে নিয়ে গেল। খবর নিয়ে জানলাম, কুটীরটির মালিক একটি 'ভল্লা' জাতীয় রমণী। ভল্লা জাতটা বাগদী জাতের মতো সমাজের চক্ষে অতি নীচস্থানীয়। যদিও এই জাতির নাম হতেই অনুমান করা যায় যে এরা একসময় ভল্লধারী প্রচণ্ড যোদ্ধার জাত ছিল, আর আজকালও এদের মতো নির্ভীক ও শক্তিশালী জাত বাংলাদেশে কম আছে; কিন্তু বাংলার আধুনিক সমাজের চোখে এরা দীনহীন ও অনশনে পীড়িত।

যাক্ সে কথা। ভল্লা রমণীটি বিধবা, সে গ্রামের একটি ভদ্রলোকের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করে। ঘরে গিয়ে দেখলাম, সে সমস্ত দিন দাসীবৃত্তি করে খেটে আসার পর খেতে বসেছে। তার বাড়িতে তার আপনার জন আর কেউ নেই। অতি কষ্টেসৃষ্টে সে জীবিকা নির্বাহ করে। বাইরে আঁকা অপূর্ব সৌন্দর্যময় পদ্ম-দুটি যে তার হাতের আঁকা,— অর্থাৎ এ দুটি আঁকবার মতো শিল্পকৌশল, সৌন্দর্যজ্ঞান ও সৌন্দর্যের অভিব্যক্তির প্রেরণা যে এই নীচজাতীয় দীনদুঃখী বিধবা রমণীর থাকতে পারে, তা সহজে কল্পনা করা যায় না; কিন্তু তার কাছ থেকে জানা গেল যে পদ্ম-দুটি তারই আঁকা এবং প্রতি বৎসরই লক্ষ্মীপূজার সময় দুটি রঙীন পদ্ম কুটীরের দেয়ালে এঁকে সম্বৎসর কাল সে তার কুটীরকে সৌন্দর্যের আকর করে রাখে।

জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে খালি এই রমণীর নয়, এই সকল গ্রামের উচ্চ-নীচ সকল জাতীয় মেয়েরাই নিজেদের বাড়ির মাটির দেয়ালে নানা প্রকার রঙীন পদ্ম ও অন্যান্য সৌন্দর্যময় পরিকল্পনা লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে প্রতি

boobook

বৎসর এঁকে থাকেন। তাই সে দিন বাড়ি-বাড়ি ঘুরে এই রেখা ও রঙের বিচিত্র রূপাবলী দেখতে লাগলাম।

যা দেখলাম তাতে অবাক হয়ে গেলাম। ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশের এক অজ্ঞাত কোণে যে পল্লীরমণীর স্বভাব জাত সৌন্দর্যরস সৃষ্টির এত ছড়াছড়ি থাকতে পারে তা পূর্বে কখনও কল্পনাও করিনি। গ্রামের রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে ডাইনে-বাঁয়ে যে-দিকে চাওয়া যায় সে দিকেই প্রত্যেক বাড়ির দেয়ালে অনুপম সৌন্দর্যময় রঙীন রূপাবলী নজরে পড়ে। কী সুরুচিময় বর্ণসমাবেশ, কী অপূর্ব কৌশলময় রেখাবিন্যাস! সবই গ্রামের মেয়েদের হাতের কাজ। শহুরে শিল্পীদের মতো রঙের বাহুল্যের ব্যবহার নাই, অতি অল্প কয়েকটি প্রাথমিক রঙের সহজ অথচ উজ্জ্বল সমাবেশ। কী অনুপম ছন্দোবদ্ধ রেখাবিন্যাস, কোথাও এতটুকু ভুল-ত্রুটি নাই। অথচ প্রত্যেক চিত্রেই কেমন একটা অনির্বচনীয় সরলতা ও মাধুর্য যেন মাখা রয়েছে।

আমি এটা স্পষ্ট বুঝলাম যে যা দেখছি, এ শুধু চিত্র নয়, এই চিত্রগুলি গ্রামের যে-সরলপ্রাণ মেয়েরা এঁকেছেন তাঁদের বিশুদ্ধ ও সহজ-সরল মনের এক-একটা প্রতিকৃতি। এই রাঢ়দেশেরই প্রাচীন কবি লোচন-দাসের পদাবলীর একটি লাইন মনে পড়ে গেল : 'লাবণ্য বাটিয়া কে বা চিত নিরমিল গো/ অপরূপ রূপের বলনী!' আড়ম্বরহীন সহজ-সরল অথচ মাধুর্যময় লীলায়িত রেখা ও উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশময় এই যে অনুপম রূপাবলী— এগুলি যাদের মনের পরিকল্পনা ও যাদের হাতের তুলির সৃষ্টি, তাদের মন নিশ্চয়ই 'লাবণ্য বাটিয়া' গড়া তাতে সন্দেহ নেই; নইলে এ রূপ অপরূপ সহজ ও সুন্দর রসে ভরপুর রূপসৃষ্টি অসম্ভব হত। বাংলার প্রাচীন সংকৃষ্টির ধ্বংসাবশিষ্ট এই যে অপরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেখবার সৌভাগ্য আমার হল, এতে জীবন ধন্য মনে করলাম।

দেয়ালে রঙীন প্রাচীরচিত্র আঁকার এই যে প্রথা, এটা মাটিতে ও পিঁড়িতে আলপনা আঁকার প্রথা হতে অনেকটা পৃথক; কারণ আলপনা সাধারণত আঁকা হয় চালের পিঠুলি দিয়ে এবং মেয়েরা হাতের আঙুল দিয়ে সেই পিঠুলি নানা প্রকার নমুনায় এঁকে থাকেন, তাতে কোন তুলির দরকার হয় না। কিন্তু এই প্রাচীরচিত্র আঁকার প্রথা অন্য রূপ। এতে তুলি ব্যবহার করতে হয়, এবং এতে কয়েকটি প্রাথমিক রঙের অর্থাৎ কালো, সাদা, সবুজ, লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদির ব্যবহার হয়। ইংরাজিতে যাকে Primary Colour বলে, এই প্রথাটি

boobook

boobook
boobook

যে লক্ষ্মীর বাহন, তারও একটা বিশেষ অর্থ আছে। রাত্রে ধানের মরাইতে যে-সব ইঁদুর ইত্যাদি জীবগণ উপদ্রব করতে আসে, পেঁচা তাদের শত্রুস্বরূপ তাদের ধ্বংস করে এবং মরাই রক্ষণ করে। সুতরাং পেঁচার যেমন লক্ষ্মীর বাহন হওয়াতে সার্থকতা আছে, তেমনি মরাইয়ের দেয়ালে পেঁচার পরিকল্পনা আঁকাতেও একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। দেখলাম, প্রত্যেক বাড়িতেই মেয়েরা এটাকে একটা পরম্পরাগত প্রথার মতো পালন করে আসছেন।লীলায়িত রেখা ও উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশের অপূর্ব বিন্যাসে সমস্ত বাড়িটা যেন তকতক করছে এবং একটা অনির্বচনীয় স্নেহ ও পবিত্রতার ভাবে মাখা হয়ে রয়েছে। অনেক দেশ ঘুরেছি, কিন্তু পল্লীর মেয়েদের আত্মার নির্মলতার সহজ ভাবের এবং সৌন্দর্য-অনুভূতির ও সৌন্দর্য-অভিব্যক্তির এমন সুমধুর মূর্তিমান দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখিনি।

আর-একটি বাড়িতে গেলাম। সেখানে ব্রজগোপী দেবী নাম্নী একটি ৩২ বৎসর বয়স্কা রমণী বাড়ির বাইরের ও ভিতরের দেয়ালগুলি নানা প্রকার সুন্দর প্রাচীরচিত্রে শোভিত করে রেখেছেন। কদমগাছের ডালে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণবাঁশী বাজাচ্ছেন, গাছে কদমফুল ফুটে রয়েছে। নীচের রাস্তা দিয়ে রাধা কলসী কাঁখে নিয়ে জল আনতে যাচ্ছেন; এমন একটি সুন্দর সহজ পবিত্র ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন, যা বর্ণনার অতীত। ইনি ঘরের ভিতরকার দেয়ালে যে-চালচিত্রটি এঁকে রেখেছেন, সেটি শিল্পক্ষেত্রে একটি উচ্চস্থানের অধিকারী। নীচে জলের পরিকল্পনা; দু-দিকে দুটি মকরের মাথা। কেন্দ্রস্থলের নীচে একটি লীলায়িত পাপড়িওয়ালা পদ্মের মৌলিক পরিকল্পনা; তার উপরে একটি সিংহাসনে লক্ষ্মী ও নারায়ণের অতি সুন্দর পরিকল্পনা। দুই দিকে দুটি লক্ষ্মীর পেঁচা। এই পেঁচাগুলির চিত্র রসসম্পদে ভরপুর। পেঁচা-দুটির আশেপাশে ফুলফলপূর্ণ বাগানের পরিকল্পনা এবং উপরে ও নীচে ধানের শিষের অতি সুন্দর মৌলিক পরিকল্পনা রয়েছে। ফুললতাপাতার বিচিত্র

boobook

গড়নের ভিতর দিয়ে দেখা যামিনী রায়

চিরস্থায়ী রঙে ছবি থাকলেও তার স্থায়িত্ব নাই। আমার এখনও বিশ্বাস, মুহূর্তে যদি রং নষ্ট হয়ে যায় যার উপর আঁকা হয় তার স্থায়িত্ব দুই-এক মাসেরও হয় তাতেও আমি নিজের বা অন্যের পক্ষে ক্ষতিকারক মনে করি না, মুহূর্তের আনন্দ যদি অপরকে অল্পক্ষণের জন্য দিতে পারি, তার পরিবর্তে যে-টাকা গ্রহণ করি তাহা অন্যায় মনে করি না, এই হেতু যে আজকার দিনে অল্পক্ষণের আনন্দের জন্য এর চেয়ে বেশি খরচ করেন সকলেই।

এটা মনে করবেন না আমি গ্লানিশূন্য, ইহা যদি হয় তাহা দম্ভের কথা, তাহা হইলেও ধ্বংস অনিবার্য গ্লানিশূন্য অবস্থা। ।¯। চিত্রে বিন্দু, জীবনে = মৃত্যু, এই অবস্থা গৃহীকে আনন্দ দেয় না, কিছু গড়তে গেলেই খাদ মেশাতেই হয়। যে-গ্লানিতে অন্যের ক্ষতি করে না, ইহাই একমাত্র রাস্তা।